নব রঞ্জন টুসু সঙ্গীত

ভালিকা তরুণ সজ্ঘ কর্তৃক প্রচারিত

রচয়িতা—শ্রীহরিশঙ্কর মাহাত—এস্, এফ

সহযোগিতায়—সুনীলচন্দ্র মাহাত—এস্, এফ, জে, বি, টি

প্রকাশক—শ্রীরোহীণচন্দ্র মাহাত—(সেক্রেটারী ভালিকা তরুন সজ্ঘ ও সহ শিক্ষক ভালিকা প্রাইমারী স্কুল)

সংশোধক—শ্রীরাজারাম সিংহ— (সভাপতি ভালিকা তরুণ সজ্ঘ ও ট্যাক্স্ কালেক্টীং সরকার ঘাটবেড়া, কেরোয়া অঞ্চল)

সুর শিল্পী—শ্রীরাখহরি সিংহ

এজেন্ট—শ্রীমধুসুদন সর্দ্দার

ম্যানেজার—শ্রীবিষহরি মাহাত— (সহ সভাপতি ভালিকা তরুণ সংজ্ঘ)

সহঃ ম্যানেজার—শ্রীমধুসুদন মাহাত—(সহঃ সেক্রেটারী ভালিকা তরুণ সংজ্ঘ ও প্রধান শিক্ষক চিপিদা হাইস্কুল)

সর্ব্ব সাং—ভালিকা

পোঃ—বড়উরমা

জেলা—পুরুলিয়া

সন—১৩৮১ সাল—ইং—১৯৭৪

মূল্য—৪০ পয়সা

—ঃ নিবেদন ঃ—

বাল্যকাল থেকেই কবি কল্পনার আশা ভরসায় অনুপ্রেরনা জে'গেছিল যে, কোন্ গানের মাধ্যমে আমাদের এই সুদুর পল্লী গ্রামের জন সাধারণকে আনন্দ দান করিতে পারি। দুঃখের বিষয় এতদিন পরে আমার সহ পাঠীদের সহযোগিতা নিয়ে আমার কল্পনাকে ভাষায় রূপ দিলাম।

আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র কল্পনায় ভুল ক্রটী হ'য়ে থাকতে পারে। আরও আশা রাখবো আমার এই ক্ষুদ্র বইটিতে আনন্দ লাভ ক'রে আমার কবিত্ব মনোভাবকে অনুপ্রেরনা ও অনুশোচনা জাগায় এই টুসু গানের মাধ্যমেই আপনারা যদি আনন্দ উপভোগ করে থাকেন, তবেই বুঝবো আমার শ্রম সার্থক।

ইতি— কবি।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ সাল।

ইং ২।১২।৭৪

১। (ঙ) সরস্বতী বন্দনা

(সুং) সরস্বতী দেমা পরিত্রাণ

আমর নাই কিছু মা কাণ্ড জ্ঞান ॥

বিনা বুঝে, সাপের লেজে, হাত দিছি বড় অজ্ঞান,
হাত লাগালে ফনা তুলে চমকে উঠে আমার প্রাণ।
মিছা কাজে, আছি বাঝে ভাবি নাই মা পরিনাম,
মাগো এখন এমন জীবন থাকা না থাকা সমান।
মা জননী ছেলের ঠেনী কে শুনবে ভাঙ্গাবে মান ?
আছে জানি বীণাপাণি ছেলের প্রতি মায়ের টান।
হরিশঙ্কর মূঢ় বড় করবি মা কত হায়রান,
আমার প্রাণে দেমা এনে বীণাপাণি বীণার তাণ।

২। শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা

(সুং) জয় জয় ও বংশীধারী।

দয়া কর ভব কাণ্ডারী ॥

প্রেমের বাণী ও নীলমণি যেমন সমূদ্রের বারি,
অনন্ত অতি প্রশান্ত জানাও হে দয়া করি।
রাধাপতি তোর পিরিতী বলা বড় ঝঁকমারী.
নন্দের নন্দন করি শরন চরণে প্রনাম করি।
মাথায় চুড়া পরধড়া চোখ কর ঠারাঠারি,
মুচ্‌কি হাঁসী বাজাও বাঁশী ভুলাও হে ব্রজের নারী
মুহূর্ত্তে জয় ইঙ্গিতে লয় নিমিষে সৃষ্টিকারী,
হরিশঙ্কর হয়ে কাতর ডাকে তোমায় শ্রীহরি।

৩। মহান্ ব্যক্তি গণের বন্দনা

(হং) বন্দি আমি মহাজন।

সবে শুন আমার নিবেদন ?

রত্ন রবী, কবির ছবি, অন্তরে আঁধ এখন,
দাও হে সুভাষ, হীরোর আভাষ, আমি অতি ভীরুজন।
ও গান্ধীজী, হওহে রাজী, মাগি হে সত্যবচন।
ওহে বিবেক, দাওহে বিবেক, বোকার বোকা মূঢ়জন,
ওহে নবীন, আমি হে দীন, দাও কিছু অমূল্য ধন।
দেশবন্ধু হও হে বন্ধু, কেহ নাই আমার আপণ,
কাজী নজরুল, ঠিক কর ভুল, (তব) গানেতে অন্তঃকরণ।
মধুসূদন, দাও কিছুধন, হরি শঙ্কর আকিঞ্চন।

৪। কৃষ্ণের উক্তি

(হং) তোর, যে লো ধন বড় অসটা।

আমি পাচ্ছি না তোর্ মন গটা ।।

শিশুকালে প্রেম শিখালে জানায় দিলে মজাট',
এই যৌবনে এখন কেনে করছি লো মনে খিঁটা।
নিছক সুধু খাঁটী মধু খাওয়ালী মিঠা মিঠা.
দেখ আমাকে কার হুচুকে দোষ দিছি ইটাসেটা।
তুই প্রথমে সরল মনে লাগায় নিয়ে লেঠা টা,
অকারণে রাগে বেনে ফুলাছিলো গলা দুটা।
মম পস্তাণি রাখলি ধনী হরিশঙ্করের শেষ গোটা,
সাঁচা সঠিক কথাটা ঠিক্ বুঝেলে লো কথাটা।

(রং) পিরীত করে হলি ডুমুর ফুল।
এখন ভাল ভাল খুঁজে বুল !!
তোমার মন থাম্‌বে কেন মলিন্ হ'ল যৌবন ফুল
আমায় ভুলে যাও সে ফুলে মধু গুড় উচ্ছল টুপুল
অনেক দিনে দরশনে মনকরে আকুল ব্যাকুল
আমি নারী কেঁদেমরি হয়ে বঁধু তামাজোল
শুন সখা আমি বোকা পিরিতী করেছি ভুল
তোমার আশে থাকি বসে ঘুমে আঁখি ঢুলু ঢুলু
চলুক চলুক আর চলুক বিনধলা তুই ঘুরে বুল্
হরিশঙ্কর বুঝাবে তোম মকরে তোর ভাঙব ভুল

৬। কৃষ্ণের উক্তি

(রং) এখন তোকে বুঝলি সজনী।
ও তুঁই ফাঁকা দেখাস্ লল্কামি ।।
আড় নয়নে মানে মানে করিস্ কত মুসিয়ানী
ভাব করিবি দেখে ভাবি মুচ্‌কি হাঁসী ঝলকানী
যৌবন সারা খানি ঘুরা ঘুরালি আমায় ধনী
ফাঁকা এমন করলি লো ধন, করলি কত হায়রানী
মান কুলিতে যাতে যাতে করিস্ লো টানাটানি
সেই নিয়লে দেখা হলে পালাইবার মন ধনী
হরি শঙ্কর হয় জ্বর জ্বর হইল মনে পস্তানি
এই মকরে তোর বতরে চলবে না মানামানি

৭। রাধার উক্তি

(স্বং) তুইরে বঁধু বড় ভাল কানা।
বঁধু বতর্ সতর্ জাননা॥

মনে হ'লে কোন কালে খুঁজিলেও পাওয়া যায় না
থাকি বাঁঝে ঘরের কাছে তখন বল এস না
তোমাই সারা পড়ল ধরা ইসারা আর ক'রোনা
হলি কত অপদস্ত তোর তরে কালসোনা
ঘর্ বাহিরে লোকে মোরে কুলটা বই বলে না
অগাদ জলে আগুন জ্বালে ননদের গুন জাননা
হরি শঙ্কর নাই যে রে ডর্ করিস্ না আনাগোনা
মুচকি হাঁসি গলায় ফাঁসি নিজ হাতে লিওনা

৮। রাধার প্রতি বৃন্দার উক্তি

(স্বং) বুঝলি না লো পিরিতের টানে।
ও তোর কি হবে পরিনামে।

যাস্ চলেধন যখন তখন লোক থাকিলেও আস্ মানে
চিন্‌লি না ধন ভাই গুরুজন আড়াই দিনের যৌবনে
যাহক্ যাহক্ উঠ্‌ক্ ডুবুক্ ভাব আছে মানে মানে
যখন বাঁকা পড়বে টেক্কা বুঝবি ধনী সেইক্ষণে।
এই যৌবনে মানে মানে ভাব থাকে না গোপনে
বামন এখন শুন্‌ছিনাধন হুচ্‌কেছি লো হুচকে
সুখের অতি নয় পিরিতী হীন হরিশঙ্কর ভনে।
জীবন দিলে মনটী মিলে দু'টা মন হয় এক মনে

৯। বৃন্দার প্রতি রাধার উক্তি

(রং) নীলমণি মোর নয়নের মণি।
ওনা দেখলে জীবন যায় ধনী ॥

বসে ঘরে বারে বারে শুনিলে বাঁশীর ধ্বনী
ছল করিয়া জল ফেলিয়া গিয়ে আমি জল আনি
বঁধুর সাথে ঐ প্রেমেতে বাধা দেয় ননদিনী
হলে মনে বাঁকা শ্যামে তবু আমি নাই মানি
কালার প্রেমে ব্রজধামে সব বলে কলঙ্কিনী
তাদের বানী গুলো ধনী কানে আমি নাই শুনি
হরিশঙ্কর বলে লো তোর কথাটা ঠিক সজনী
মনোমত আনন্দিত তোর কথায় হলি আমি

১০। কৃষ্ণের উক্তি

(রং) নব যৌবন হীরো কাটিনে।
ও তোর রূপ দে'খে কি মন মানে ॥

দিল না ধরায়, মন হিয়ায়; বাঁকা সিঁথার কাটিনে,
যৌবন হ'ল টলমল দুলছে তোর চলনে।
ভাগ্যভাল দেখা হল যাব চল নির্জ্জনে,
এ যৌবনে শুভক্ষণে এক হ'ব লো দুজনে।
ফুঁটলে চাঁপা দিলে ঢাকা সুবাস লুকাবে কেনে
ক্ষণেক তরে দিল্না ধরে সেই সুবাসে যৌবনে
হরিশঙ্কর বলে লো তোর আশা কি আছে মনে
পৌষ আঘনে এই যৌবনে ধৈর্য্য আমায় নাই মানে

১১। রাধার উক্তি

(রং) করিস না ফাঁকা তেহে বেতে।
আমায় ছাড়ে দে চাঁড়ে যাস্তে॥

কাহার ভুলে কথাছিলে ভাল্‌ছি হে সকাল হতে
যাবার পথে আচম্বিতে ছেঁক্‌লে বঁধু মাঝ পথে
হায়রে কালা দিস্‌না জ্বালা সন্ধ্যা হল ঘাটেতে
ব'লেদে ভাই পাব রেহাই এখন আমি কি মতে
কুট্‌ ননদী সতীন্‌বাদী ঠেলাগাগায় ঘরেতে
মোর শাশুড়ী ঝাড়াঝাড়ি করবে বঁধু তোর হতে
আমার সনে আজের দিনে আশা ছাড় মনেতে
হরি শঙ্কর বড় ডিগর ডিগ্‌রালি ছাড় চিত্তে

১২। রাধার প্রতি কুটিলার উক্তি।

(রং) সাবাস্ করি তোর্ পিরিতীকে।
আমি নাই জে'নে ছিলি তোকে॥

তুঁই লো সতী ভাগ্যবতী না চিনে ছিলি দে'খে
ভয় না করি সাহসধরী উঠ্‌লি লো তুঁই বিপাকে
কর্‌লি নিয়োগ যে অভিযোগ হটালি ফাঁকে ফাঁকে
আমার আশা হয় নৈরাশা ধন্য তোর ভাগ্যটাকে
নিধুবনে বিপদ্ জেনে কর্‌লি কালী কালাকে।
কর্‌লি লো কাজ নাই পালি লাজ ধন্য ছলনা টাকে
হরিশঙ্কর বলে তোর দেখছি ক্ষমতা টাকে
হলে মনে দুইজনে কি কর্‌তে পারে লোকে

১৩। কুটিলার প্রতি রাধার উক্তি

(রং) স্বামী আমার হোক্ যেমন তেমন
আমার শ্যাম্ বটে মনের মতন্ ॥

আমার স্বামী কথা আমি ব'ল্‌লে না কাটে কখন্
কিন্তু তাকে বল্লে লোকে শুনে গো লোকের হুচ্ কন্
বাঁকা শ্যামে সকল জানে আশে কহিলেই শ্বরণ
কি ফিচ্‌কেল যায় সে চলে কেও পাতা না পায় কখন
নিধুবনে বিপদ্ জেনে করে কালী রূপ ধারণ
মুহুর্তে জয় ইঙ্গিতে লয় করতে পারে ত্রিভুবন
বলিহারী ছল চাতুরী হরিশঙ্কর বলে এখন
হায়্‌রে ও হায়্ তার ছলনায়্ দিনকানা হয় সর্ববজন

১৪। কৃষ্ণের উক্তি

(রং) কথা বলার সময় নাই পাবি।
কথা ইঙ্গিতে বুঝে লিবি ॥

বতর না পালে কতও ছলে ছল করে জলকে যাবি
জলকে গেলে লোক থাকিলে আগাবি আর পেছাবি
থাক্‌লে ঘরে বাঁশীর সুরে সব কথা বুঝে লিবি
দেখা হ'লে লোক থাকিলে চো'খ ঠারে আস্‌বি যাবি
ঘর ভিতরে থাকিস্ নারে ইসারা বুঝে লিবি
চিহর্ চহর বাহির ভিতর্ বাহিরাবি আর সামাবি
এই ছয়টী কেপাসিটী যদি লো ভু'লে যাবি
হরিশঙ্করে এই বতরে কোন মতে নাই পাবি

১৫। রাধার উক্তি

(রং) তোর ছুচুকে এই কেলেঙ্কারী।
আমার লাগে গেল ঘেন্নঘেন্নী॥

ছাড়রে কালা দিস্না জ্বালা হ'লরে অনেক দেরী
দেখতে হিয়ো কাজে জিয়ো দেখেছি তোর বাহাদুরী
ছাড়রে বাঁকা দিস্না টেকা লোক করে ঘুরাঘুরি
বড়ই না ঠিক্ তুই হে রসিক্ তোর সঙ্গে হে ঝঁকমারী
মনটা এখন করছে কেমন থাকে যাছে সর্ সরি
পরাধীন নারী জনম কেনে দিলে হে হরি।
আমার নিজে বিনাবুঝে বিপদ্ হইল ভারি
হরিশঙ্কর ছুচ্কনে তোর হলরে বড় ফেরী

১৬। মিলন রূপ

(রং) ব'সল ভ্রমর ফুলের উপরে।
মধু খাছে কত লহরে॥

গুন্গুন্ স্বরে ঘুরে ফেরে তল্ উপর চারিধারে,
হে'লে দু'লে কথা বলে অধর দিয়ে অধরে।
গেলে বতর দেখ নাগর বতরকি হবে ফিরে,
ফুটাফুলে ফল ধরিলে মধু কি মিলে পরে।
কাল ভ্রমর বড় ডিগর উড়ালে হে না উড়ে,
যত সখি টেকাটেকি ক'রছে কত আদরে।
অনেক আশে এই রাসে ফুটেছে ফুল বতরে,
হরিশঙ্কর বলে ভ্রমর মধু খাবি পেট ভ'রে।

১৭। প্রেমচাঁদ

(রং) দেখছি লো তর মন গরজ ভারি
ও তর লাগেছে আঘন মাড়ি।
কার্ত্তিক মাসে মুচকি হাসে চোখ করিষ ঠারা ঠারি।
আঘন মাসে গেলে পাশে দেখাছি তুই টেম্পারী ॥
জলদি করে ডাকলে তোরে করিস্ লো অনেক দেরী।
মতিচ্ছন্ন হ'ল কেন দেখাছি আমায় টেড়ী ॥
এই যৌবনে সরল মনে ফাঁকা লো যতন করি।
দেখছি লো তর বড় আদর কাজ নাই ভাবে সুন্দরী ॥
হরি শঙ্কর বলে লো তর এমন প্রেমে ঝকমারী।
এমন ভাবে লাভ কি হবে এমন ভাবে গড় কি ॥

১৮। চাঁদ বদনী

তর যে বঁধু বড় হড়বড়ী
আমার রইল মনের সরসরী
ধর হে দিল্ হও হে শিথিল যত হবে হোক ডেরী।
করলি মালুম তর যে জুলুম পালাছি তাড়াতাড়ি ॥
সুযোগ গেলে আর কি মিলে দেখাস্ না বেশী টেড়ী।
মনটা এখন করছে কেমন হল মন ধরাধরি ॥
কেলেঙ্কারী দেখতে পারি যত হছে হোক ফেরী।
স্বামী হেতু নয় হে ভীতু আমি কারে নাই ডরী ॥
হরিশঙ্কর দেখছি রে তর মন গরজ আছে ভারি।
আমি নারী চেষ্টা করি তারপরে লারি পারি ॥

১৯। প্রেমচাঁদ

(রং) বুঝছি না তুই কতও বুঝালে
তকে বুঝাব আর কি বলে

গুড় মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি আগুন লো এই শীতকালে।
চিনি মিষ্টি মধু মিষ্টি পিরীতি যৌবন কালে॥
যতন করে বল্‌লে তরে মুশ্‌য়ানে দিহিস্‌ টালে।
মনটা এখন কেমন কেমন ক'রছে লো দেখা হলে॥
ফুটা ফুলে ফল ধরিলে আর কি লো মধু মিলে।
কেউ কি বলে শীত কাটিলে আগুন পুহাব বলে॥
মন পস্তানি রাখলি ধনি হীন হরিশঙ্কর বলে।
যৌবন গেলে আর কি মিলে পেছু দিকে পস্তালে॥

২০। চাঁদবদনী

(রং) ভাবিস্‌ না শ্যাম ভাবনা নাহি তর
আমার গাঁয়েই হছে শ্বশুর ঘর।

দেখে শুনে বুঝে মনে রাজী হল আপুশ পর।
হয়েছে সব হব হব. হবেক আঘনের ভিতর॥
বাপের ঘরে থাক'লে পরে, লাগতে ছিল আমায় ডর॥
হল বিয়া বেপরোয়া, অবতরে কর বতর॥
আগে বিহার করিস্‌ না শ্বর, করবি রে শ্বর বিহার পর।
কাটব রাতি টুসু পাতি কি মজা আস্‌ছে মকর॥
হরিশঙ্কর দেখছিরে তর আছে অনেক ভাগ্য জোর।
এথা ওথা থাকি যথা সব সময়ে তর বতর॥

২১। প্রেমচাঁদ

(রং) তোর বাঁকা মনকে উজ্জাতে।
পারছি না সই আর কোন মতে ॥

চ—বলিতে চম্‌কিলি লো, সঁপ্‌ড়ি লিলো ঘর যা'তে,
ল—বলিতে লাড়িস্‌ মাথা, বিপদ্‌ হ'ল পিরিতে।
থ—বলিতে চল্‌ছি লো ধন্‌, আ-বলিতে সোজা পথে,
ম—বলিতে মান্‌ছি না ধন, বুঝলে কোন মতে।
ড—বলিতে ডাঁটের উপর, আ-বলিতে ত্বরিতে,
ড়—বলিতে মারিলি দৌড়, আ-বলিতে বিনা পথে।
হরিশঙ্কর বলে এখন, বিপরীত হইল হিতে,
পরকে আপন, নিজেকে পর, বড় জ্বালা পিরীতে।

২২। চাঁদবদনী

(রং) আমার মানে মানে ভাব ছিল।
শাশুড়ীয়ে শ্বর করে দিল ॥

এই যৌবনে তোমার সনে, গলায় গলায় ভাব ছিল,
লোকের জন্যে অকারণে, আধ্‌ ভাঙ্গা হয়ে গেল।
পর পিরীতি গোপন অতি শ্বর হ'ল তো বেজ্‌ হ'ল,
লাজে এখন ভাঙ্গিল মন কা'ল বলে কাল গেল।
আনাগোনা লেনা দেনা, কেহ নাই জেনে ছিল,
কপাল ফেরে একা ঘরে, তুঁই আসে রে ফের হইল।
টলা মলো যৌবনটা লো, শ্যাম বিনে মলিন হইল,
হরিশঙ্কর হোক্‌ যে রে স্বর, স্বর হইল তো কি হইল।

২৩।

(রং)। ভাব করিতে হুচ্‌কে উঠে মন।
কথা শুনেলে শুনেলে ধন ॥

ভাব করিবার তরে আমার, মন জাগিছে সারাক্ষণ,
ওগো ধনি প্রেমের পরশ দিয়ে যা মনের মতন।
জাগছে মনে ক্ষণে ক্ষণে, হ'ছে গো দিনেই স্বপন,
দিও না আর কোন জ্বালা, জুড়াব সুখে জীবন।
দিবানিশি তোমায় সাথে মিশে আছে আমার মন;
তোমার পরশ পেলে আমার হবে গো স্বপন সাধন।
সুনীল বলে কলিকালে শিখাব প্রেমের মরম্‌,
ভাব করে লে, প্রেম শিখেলে, দেখাব যুগল মিলন।

২৪। কবির উক্তি—

(রং)। কাহার কেমন দে'খেলে গানে।
তোরা কিনিস্‌ না বই নাম শুনে ॥

কাটা আঁখে গুড় কি থাকে মধু কি শিমুল ফুলে,
ঝাঁপে ঘোড়া চটে চিড়া গুড়্‌ আছে হে আঁখ গুণে।
কফ্‌রা ঢেঁকি শব্দ-বেশী তিন সেরা ধান তিন্‌ দিনে,
দেখে শুনে বুঝে মনে কিন্‌বি দাদা সাব্‌ধানে।
মাজে ঘঁসে রূপকি আসে বিনা দেহের গড়নে,
সাটে সুটে সাঁজে বুটে রাজা হয়না সাজনে।
হরি শঙ্কর অতি বিস্তর খেটেছে রা'তেদিনে,
বই ভিতরে দেখ প'ড়ে আনন্দে স্ব নয়নে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

প্রচারক– তরুণ সঙ্ঘের সদস্য বৃন্দ

সর্ব্বশ্রী—আনন্দ মাহাত, বিভীষণ সর্দ্দার, ভঁদু গরাঁই, মন্মথ মুর্ম্মু, হরিপদ মুর্ম্মু, রাধানাথ মাহাত, ধ্রুবলাল মুর্ম্মু, গোপালচন্দ্র কর্ম্মকার, নিরঞ্জন মাহাত, অনিলচন্দ্র মাহাত, ভরত সিংহ, মকরদম মাহাত, জাগর মাহাত, শম্ভুনাথ মাহাত, চৈতন্যচন্দ্র মাহাত, নীলমাধব মাহাত, সুভাষচন্দ্র মাহাত, মুক্তেশ্বর পরামানিক, কমল সিংহ, মনসারাম মাহাত, হরিপদ গরাঁই, সুধীরকুমার গরাঁই, ভীষ্মদেব মাহাত, ছুটুলাল মাহাত, গঙ্গাধর মাহাত, সুরেন্দ্রনাথ, মুর্ম্মু, ধনীরাম মাহাত।

সর্ব্ব সাং—ভালিকা

সিতাংশু কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তারা প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত।